

# নিরীক্ষার সাধারণ ধারণা

## An Overview of Auditing

8

### ভূমিকা

#### Introduction

কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট (company management) এর দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনা করা। কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট (agent) বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব প্রতিবেদন (accounting reports) তৈরি করা কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব। যেহেতু এজেন্ট কর্তৃক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয় এবং হিসাব সংরক্ষণ ও হিসাব প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, সেহেতু উক্ত হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি সঠিক এবং নির্ভুলভাবে করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত হওয়া শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন নিরীক্ষকগণ (auditors)। নিরীক্ষকগণ হিসাবের সঠিকতা ও নির্ভুলতা যাচাই করার লক্ষ্যে যে কার্যাবলী সম্পাদন করেন তাহাই নিরীক্ষা কার্যাবলী (audit activities)। এই ইউনিটে একটি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের (financial statements) নিরীক্ষা কিভাবে সম্পাদন করা হয়, তার প্রাথমিক বা মৌলিক ধারণা বর্ণনা করা হবে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

#### এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : নিরীক্ষার প্রাথমিক ধারণা

পাঠ-৪.২ : নিশ্চয়তা বা আশ্বাস

পাঠ-৪.৩ : নিরীক্ষক, যোগ্যতা, গুণাবলী, অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

পাঠ-৪.৪ : নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ এবং নিরীক্ষকের নীতিমালা

পাঠ-৪.৫ : হিসাববিজ্ঞান, নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান

পাঠ-৪.৬ : নিরীক্ষার প্রকারভেদ



মূখ্য শব্দ

নিরীক্ষা, নিশ্চয়তা, নিরীক্ষক, নিরীক্ষকের যোগ্যতা, গুণাবলী, অধিকার ও দায়িত্ব, জালিয়াতি, নিরীক্ষা মানদণ্ড ও নিরীক্ষকের নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞান, অনুসন্ধান, নিরীক্ষার প্রকারভেদ।

## পাঠ-৪.১

## নিরীক্ষার প্রাথমিক ধারণা

## Introduction to Auditing



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষক, শেয়ারহোল্ডার এবং কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যে সম্পর্ক জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষার সঠিক ও নিরপেক্ষ এবং গুরুত্বতা ধারণার সংজ্ঞার ব্যাখ্যা জানতে পারবেন।
- গুরুতর অমিল বা ভুলের অর্থ বলতে পারবেন।



## নিরীক্ষার অর্থ

## Meaning of auditing

নিরীক্ষার ইংরেজি হচ্ছে audit, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আমরা যখন কোন কাজ নিজে না করে অন্য কোন পক্ষকে দিয়ে কাজটি সম্পাদন করে থাকি, তখন কাজের সঠিকতা, নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আসবে, এটাই স্বাভাবিক। যারা অন্যের হয়ে কাজ করে, তাদেরকে এজেন্ট (agent) বলা হয়। এই এজেন্টরা অনেক সময় মালিকের স্বার্থে কাজ না করে নিজের স্বার্থে কাজ করে থাকতে পারে।

একটি কোম্পানির প্রকৃত মালিক হচ্ছে শেয়ারহোল্ডারগণ। কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট (company management) তাদের পক্ষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে, তাই তাদেরকে শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট বলা হয়। এই এজেন্টগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলীর হিসাব সংরক্ষণ করেন থাকে এবং হিসাব বৎসর শেষে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিবেদন (different types of financial reports) তৈরি করে থাকেন। যেমনঃ আয় বিবরণী (income statement), আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বর্তপত্র (statement of financial position or balance sheet), শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি বিবরণী (statement of shareholders' equity), নগদ প্রবাহ বিবরণী (cash flow statement) তৈরী করে থাকেন। যেহেতু উক্ত আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ কোম্পানির প্রকৃত মালিকগণ (শেয়ারহোল্ডারগণ) তৈরী করেন না বরং তাদের পক্ষে এজেন্টগণ (কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট) তৈরি করেন; সেহেতু উক্ত আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়। এই সকল আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা, আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রচলিত হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড (accounting standards) অনুযায়ী এবং নিরপেক্ষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে নিরীক্ষক নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত (independent opinion) প্রদান করে থাকেন, তাকেই নিরীক্ষা (audit) বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, উক্ত বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা এবং ভুল হতে মুক্ত কিনা, এ বিষয়ে একজন স্বাধীন নিরীক্ষকের নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত প্রদান করাকেই নিরীক্ষা বলে।

**International Standards on Auditing (ISA)** এর মতে, "An audit is the independent examination of financial statements or related information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon." (একটি প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানটি মুনাফাভুগী বা অমুনাফাভুগী কিংবা আকারে ছোট

বা বড় যাই হোক না) সকল আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যসমূহের উপর পরিচালিত একটি নিরপেক্ষ পরীক্ষা চালানো এবং মতামত প্রদানকে নিরীক্ষা বলে।)

**Mauts** এর মতে, "Audit is concerned with the verification of accounting data for determining the accuracy and reliability of accounting statements and reports." (হিসাবের উপাত্ত (accounting data) এর সঠিকতা এবং আর্থিক বিবরণী বা প্রতিবেদনসমূহের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইকরণকে নিরীক্ষা বলে)।

অতএব, নিরীক্ষার সংজ্ঞা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রতীয়মান।

- (ক) নিরীক্ষা হচ্ছে একটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সকল আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষক কর্তৃক পরিচালিত একটি নিরপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
- (খ) নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের সকল তথ্য উপাত্ত সঠিক ও নির্ভুল কিনা এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে নিরীক্ষকের স্বাধীন মতামত প্রদান করা।

### নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

#### Objectives of auditing

International Standards on Audit (ISA) 200 অনুসারে নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি।

- (১) আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) সঠিক ও ভুল হতে মুক্ত এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড (accounting standards) বা হিসাববিজ্ঞানের প্রতিবেদন কাঠামো (accounting reporting frameworks) অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, এই মর্মে নিরীক্ষকের নিকট হতে যুক্তিযুক্ত আশ্বাস (reasonable assurance) পাওয়া।
- (২) আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) তৈরি করা এবং তা শেয়ারহোল্ডারদের নিকট যথাসময়ে উপস্থাপন করা।

উপরোক্ত দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরীক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য (primary objectives)। নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যতীত গৌণ উদ্দেশ্যগুলো (secondary objectives) কী বা আদৌ কোন গৌণ উদ্দেশ্য আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন।

এক কথায় নিরীক্ষার কোন গৌণ উদ্দেশ্য নেই। অনেকে মনে করেন যে, ভুল (errors) ও জুয়াচুরি (frauds) উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করা নিরীক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে ভুল ও জুয়াচুরি উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করা কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের মৌলিক দায়িত্ব। অতএব, ভুল ও জুয়াচুরি উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করা নিরীক্ষকের দায়িত্ব নয়। অর্থাৎ ভুল উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করার জন্য নিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পাদন করেন না। তবে, নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষক এমনভাবে তার নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করবেন, যাতে করে হিসাবে বড় ধরনের ভুল ও জুয়াচুরি (material errors and frauds) হয়ে থাকলে তা উদ্ঘাটন করা যায়। কেননা, International Standards on Audit (ISA) অনুসারে নিরীক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক তৈরিকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড (accounting standards) বা হিসাববিজ্ঞানের প্রতিবেদন কাঠামো (accounting reporting frameworks) অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, এই মর্মে প্রত্যয়ন করা। সুতরাং, ভুল-ত্রুটি ও জুয়াচুরি উদ্ঘাটন নিরীক্ষার একটি দৈব্যাৎ উদ্দেশ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি ও জুয়াচুরি থেকে মুক্ত, তা প্রত্যয়নের জন্য প্রয়োজন।

### নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি

#### Scope of auditing

নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি বলতে নিরীক্ষক যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেন এবং যে সময়ের মধ্যে কার্যাবলী সম্পাদন করেন, তাকেই বোঝায়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর এবং নিরীক্ষার ধরনের উপর নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি নির্ভর করে।

যেমনঃ প্রতিষ্ঠানটি যদি মুনাফাভুগী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার বহিঃস্থ নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই সকল ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি একই রকম নাও হতে পারে। সাধারণতঃ নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি নিম্নরূপ:

- ১) **গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই (verification of arithmetical accuracy):** নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের সকল হিসাবপত্রের গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই করা নিরীক্ষা পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের হিসাবসমূহের জাবোদা, খতিয়ান, বিভিন্ন হিসাবের যোগফল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়।
- ২) **সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ (collection of evidences):** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদানের পূর্বে নিরীক্ষক যথেষ্ট পরিমাণ এবং যথাযথ তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষকের চাহিদা মোতাবেক সকল প্রকার তথ্য ও প্রমাণপত্র চাহিবামাত্র নিরীক্ষককে প্রদান করবেন।
- ৩) **সাক্ষ্যপ্রমাণের যথার্থতা যাচাই (verification of appropriateness of evidences):** নিরীক্ষক যে সকল তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোর যথার্থতা এবং সত্যতা যাচাই করবেন। কারণ, নিরীক্ষককে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মতামত প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, নিরীক্ষকের মতামত ভুল হতে পারে।
- ৪) **সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই (verification of true and fairness):** নিরীক্ষক নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করেন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ সার্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যাচাই করেন।
- ৫) **হিসাবের যথার্থতা যাচাই (verification of appropriateness of accounts):** নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার লেনদেনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাদের সত্যতা ও যথার্থতা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়। যেমনঃ মজুরি হিসাব, বেতন প্রদান হিসাব, বিক্রয় হিসাব, সম্পত্তির হিসাব এবং ব্যয়ের হিসাবসমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলোর সত্যতা এবং যথার্থতা যাচাই করা নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।
- ৬) **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যাচাই (verification of internal controls):** নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী এবং শক্তিশালী, তা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়। কেননা, নিরীক্ষক কী ধরনের নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করবেন এবং নিরীক্ষার গভীরতা কতটুকু হবে, তা নির্ভর করে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর।
- ৭) **লেনদেনের অস্তিত্ব যাচাই (verification of the existence of transactions):** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত সংশ্লিষ্ট লেনদেনসমূহ আদৌ সংঘটিত হয়েছে কিনা বা লেনদেনসমূহের বাস্তব কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, তা নিরীক্ষার আওতাধীন যাচাই করা।
- ৮) **সম্পূর্ণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ (complete and appropriate recording of transactions):** যে সমস্ত লেনদেন হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে এবং সঠিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষক যাচাই করবেন। এছাড়াও, আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত সকল হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা নিরীক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।
- ৯) **সঠিক হিসাব বৎসর (appropriate accounting period/cut-off):** লেনদেনসমূহ যথাযথ হিসাব বৎসরে এবং সঠিক তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যাচাই করা হয়। যেমনঃ কোনো লেনদেন যদি ২০২০ সালে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত লেনদেনটি উক্ত হিসাব বৎসরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা নিরীক্ষার আওতাধীন।
- ১০) **সঠিক শ্রেণীবিভাগ (appropriate classification):** আয়-ব্যয় সংক্রান্ত এবং সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ সঠিকভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে কিনা এবং তা সঠিকভাবে আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা নিরীক্ষার আওতাধীন।

- ১১) **অস্তিত্ব ও মালিকানা (existence and ownership):** সম্পত্তি এবং দায়সমূহের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, এবং উক্ত সম্পত্তি এবং দায়সমূহের উপর প্রতিষ্ঠানের সত্যিই মালিকানা আছে কিনা, তা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যাচাই করা হয়।
- ১২) **সঠিক মূল্য নির্ধারণ (appropriate valuation):** সকল প্রকার সম্পদ এবং দায়ের মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা বা যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা নিরীক্ষার আওতাধীন।
- ১৩) **যথাযথ প্রকাশনা (appropriate disclosures):** লেনদেন সংক্রান্ত সকল তথ্য যথাযথভাবে এবং বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষার আওতাধীন যাচাই করা।

### নিরীক্ষক, শেয়ারহোল্ডার এবং কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট-এর মধ্যে সম্পর্ক

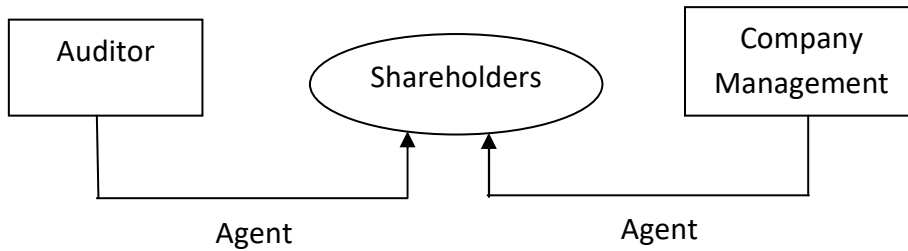
#### Relationship among auditor, shareholders and company management

নিরীক্ষার সাথে প্রধান তিনটি পক্ষ (three parties) জড়িত। এই তিনটি পক্ষ হলোঃ-

- (ক) **নিরীক্ষক (auditor)**—যিনি আর্থিক বিবরণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক এদের সঠিকতা ও নির্ভুলতার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।
- (খ) **কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট (company management)**—যারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করে থাকেন।
- (গ) **শেয়ারহোল্ডারগণ (shareholders)**—যারা মূলতঃ কোম্পানীর মালিক এবং নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ (audited financial statements) তাদের কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন হচ্ছে এই তিনটি পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক কী? প্রথমতঃ দেখা যাক শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়টি। শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। সুতরাং, তারা হচ্ছেন কোম্পানির প্রকৃত মালিক। তবে কোম্পানি পরিচালনায় তাদের সরাসরি কোনো প্রকার অবদান নাই। তাই কোম্পানি পরিচালনার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানি ম্যানেজমেন্টকে নিয়োগ দেন; যারা তাদের পক্ষে কোম্পানি পরিচালনা করেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট এক্ষেত্রে এজেন্ট (agent)-এর ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এই তিনটি পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল।

#### Three parties' relationship



অর্থাৎ কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে এজেন্সি সম্পর্ক (agency relationship) বিদ্যমান। অন্য দিকে, নিরীক্ষককে নিয়োগ দেন শেয়ারহোল্ডারগণ, যাতে করে তারা অন্য এজেন্ট কর্তৃক (অর্থাৎ কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক) তৈরিকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ যাচাই পূর্বক এদের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতার বিষয়ে মতামত প্রদান করে। এ কাজটি তারা করে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে। অর্থাৎ নিরীক্ষক শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট হিসেবে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট (অন্য এজেন্ট) কর্তৃক তৈরিকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার এবং নিরীক্ষকের মধ্যেও এজেন্সি সম্পর্ক (agency relationship) বিদ্যমান। মূলকথা হচ্ছে, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট এবং

নিরীক্ষক উভয়ই শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন বিধায় তাদের সাথে শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্সি সম্পর্ক বিদ্যমান।

## নিরীক্ষায় সঠিক, নিরপেক্ষ ও গুরুত্বতা ধারণা

### Concept of true, fair and materiality in audit

কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করেন। নিরীক্ষক উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে মতামত প্রদান করেন। নিরীক্ষকের মতামত নিম্নরূপ হতে পারে:

In our opinion, the financial statements give a **true and fair** view, in accordance with Bangladeshi generally accepted accounting principles, of the state of the company's affairs as at 31 December 2020 and of its profit (loss) for the year ended.

এক্ষেত্রে সঠিক ও নিরপেক্ষ (true and fair) বলতে নিম্নরূপ বুঝায়:

**সঠিক (true):** সঠিক বলতে বুঝায়, আর্থিক বিবরণীসমূহ বাস্তব (factual) এবং সেগুলো বড় ধরনের ভুল (material error) হতে মুক্ত। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীসমূহে সন্নিবেশিত সকল তথ্য-উপাত্ত বাস্তবসম্মত বা মিথ্যা কোন তথ্য-উপাত্ত এখানে সন্নিবেশন করা হয়নি এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

**নিরপেক্ষ (fair):** নিরপেক্ষ বলতে বুঝায় আর্থিক বিবরণীসমূহ পক্ষপাত মুক্ত এবং কোম্পানিতে যে সকল লেনদেন সংঘটিত হয়েছে, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে সেগুলোর ফলাফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থা (financial position) ও ফলাফল (financial performance) সত্যিকারভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশ পেয়েছে।

**গুরুত্বতা (materiality):** আর্থিক বিবরণীসমূহের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (in all material respects) সঠিক ও নিরপেক্ষ (true and fair) তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা, নিরীক্ষক সে বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ, নিরীক্ষক আর্থিক বিবরণীসমূহের সকল বিষয়ে মতামত প্রদান করেন না, বরং শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতার উপর মতামত প্রদান করেন। যে সকল বিষয় কম গুরুত্বপূর্ণ (immaterial), সেগুলোর উপর নিরীক্ষক মতামত প্রদান করেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে আর্থিক বিবরণীসমূহের কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ (material)? যে সকল বিষয় আর্থিক বিবরণী হতে বাদ পড়লে কিংবা ভুল এবং অনিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করলে, তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিংবা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন, স সকল বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত যদি ব্যবহারকারীকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে, সে সকল তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ (material)।

বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। একটি কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। উক্ত কোম্পানীর নগদান হিসাবে (cash account) ১,০০০ টাকা অমিল দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ১০০০ টাকার অমিল বা গড়মিল নিরীক্ষকের নিকট একটি গুরুত্বহীন (immaterial) ব্যাপার এবং তিনি এ বিষয়টাকে নিরীক্ষার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরে নিয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতার উপর মতামত প্রদান করবেন। কিন্তু, নগদান হিসাবে যদি ১ লক্ষ টাকা অমিল হতো, তবে উক্ত অমিলটি নিরীক্ষকের নিকট গুরুত্বপূর্ণ (material) হিসেবে গণ্য হতো।

মোদাকথা হচ্ছে, নিরীক্ষক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনোযোগী হয়ে থাকেন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরিহার করেন। অর্থাৎ নিরীক্ষক যখন আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতার উপর মতামত দেন, তা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দিয়ে থাকেন। সে জন্যই বলা হয়, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি নেই, নিরীক্ষক এই জাতীয় মতামত প্রদান করেন না; বরং তাঁর মতামত সাধারণত এই রকম হয়ে থাকে যে, আর্থিক বিবরণীসমূহ বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত। অর্থাৎ নিরীক্ষার পরেও কম গুরুত্বপূর্ণ (immaterial) ভুল-ত্রুটি আর্থিক বিবরণীসমূহে থাকতে পারে।



## গুরুতর অমিল বা ভুলের অর্থ

### Meaning of material misstatement

ইংরেজী misstatement এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ভুয়া/মিথ্যা (false) বা অসত্য বিবৃতি। হিসাববিজ্ঞান ও নিরীক্ষা শাস্ত্রে misstatement এর বাংলা অর্থ হচ্ছে মিথ্যা বা অসত্য বিবৃতি বা অসত্য বিবরণ। ইংরেজী material এর বাংলা অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর (important, substantial, significant)। সুতরাং, ইংরেজী material misstatement এর বাংলা অর্থ হচ্ছে গুরুতর মিথ্যা অসত্য বিবরণ।

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর মিথ্যা বিবরণ বলতে আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত অসত্য তথ্য-উপাত্তকে বুঝায়, যার দ্বারা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারী ভুল বা অসত্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ভুল বা অসত্যকে নিরীক্ষার ভাষায় গুরুতর অসত্য তথ্য বলে? উত্তর হচ্ছে, সকল প্রকার পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) গুরুত্বতা (materiality)-এর আওতাভুক্ততথ্য-উপাত্তকে গুরুতর অসত্য তথ্য (material misinformation) বলে এবং এই গুরুতর অসত্য তথ্য নিয়ে গঠিত বিবরণীকে গুরুতর মিথ্যা বা অসত্য বিবরণী (material misstatement) বলে।

গুরুতর অসত্য/ভুল তথ্য আর্থিক বিবরণীতে পাওয়া গেলে নিরীক্ষক তা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং এগুলোকে সংশোধন করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করবেন। যদি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা না করে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক সে ভুলগুলোর ক্ষতিকারক প্রভাব আর্থিক বিবরণীতে কী, তা তিনি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। এই ধরনের নিরীক্ষা প্রতিবেদনকে শর্তযুক্ত (qualified) নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলে।

(গুরুত্বতা ধারণাটি নিরীক্ষা শাস্ত্রের ইউনিট পাঁচ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।)



### সারসংক্ষেপ:

নিরীক্ষা হলো কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, উক্ত বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা এবং ভুল হতে মুক্ত কিনা, এ বিষয়ে স্বাধীন নিরীক্ষকের নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত প্রদান করাকেই নিরীক্ষা বলে।

International Standards on Audit (ISA) 200 অনুসারে নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি। যথাঃ (১) আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও ভুল হতে মুক্ত এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ সংশ্লিষ্ট হিসাববিজ্ঞানের প্রতিবেদন কাঠামো অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, এই মর্মে নিরীক্ষকের নিকট হতে যুক্তিযুক্ত আশ্বাস পাওয়া। (২) আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা এবং তা শেয়ারহোল্ডারদের নিকট যথাসময়ে উপস্থাপন করা।

নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি বলতে নিরীক্ষক যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেন এবং যে সময়ের মধ্যে কার্যাবলী সম্পাদন করেন, তাকেই বোঝায়।

কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট এবং নিরীক্ষক উভয়ই শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন বিধায় তাদের সাথে শেয়ারহোল্ডারদের এজেন্সি সম্পর্ক বিদ্যমান।

সঠিক (true) বলতে বুঝায়, আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বাস্তব (factual) এবং সেগুলো বড় ধরনের ভুল (material error) হতে মুক্ত।

নিরপেক্ষ (fair) বলতে বুঝায় আর্থিক বিবরণীসমূহ পক্ষপাত মুক্ত এবং কোম্পানিতে যে সকল লেনদেন সংঘটিত হয়েছে, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে সেগুলোর ফলাফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত যদি ব্যবহারকারীকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে, সে সকল তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ (material)।

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর মিথ্যা বিবরণ বলতে আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত অসত্য তথ্য-উপাত্তকে বুঝায়, যার দ্বারা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারী ভুল বা অসত্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## পাঠ-৪.২

নিশ্চয়তা বা আশ্বাস  
Assurance

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিশ্চয়তা বা আশ্বাসের অর্থ জানতে পারবেন।
- নিশ্চয়তা চুক্তির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার মাত্রা কত ধরনের, তা জানতে পারবেন।



## নিশ্চয়তা বা আশ্বাসের অর্থ

## Meaning of assurance

অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ে নিশ্চয়তা পেতে হয় বা আশ্বস্ত হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

- (ক) অভিভাবকরা নিশ্চয়তা পেতে চায় যে, স্কুলে বাচ্চাদের যথাযথ শিক্ষাদান হচ্ছে।
- (খ) কাস্টমাররা নিশ্চয়তা পেতে চায় যে, রেস্টুরেন্টে তাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে।
- (গ) শেয়ারহোল্ডাররা নিশ্চয়তা পেতে চায় যে, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক তথ্য প্রকাশ করছে।
- (ঘ) কোম্পানির পরিচালকরা নিশ্চয়তা পেতে চান যে, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করছে।

উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে আপনি নিজেই পরিস্থিতি যাচাই করতে পারবেন না বা আপনার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে উপরোক্ত বিষয়বস্তুসমূহ যাচাই করার জন্য বা বিষয়বস্তুসমূহ সম্পর্কে নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য আপনাকে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমনঃ

- (ক) স্কুলে সঠিকভাবে পাঠদান হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয় স্কুল পরিদর্শক-এর মাধ্যমে।
- (খ) রেস্টুরেন্টে স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা হয় স্বাস্থ্য পরিদর্শক-এর মাধ্যমে।
- (গ) কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহে সঠিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা হয় বহিঃস্থ নিরীক্ষক (external auditor)-এর মাধ্যমে।
- (ঘ) কোম্পানির সকল সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা, তা যাচাই করা হয় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (internal audit) মাধ্যমে।

উপরোক্ত সকল উদাহরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করছে। তাহলে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বলতে কী বুঝায়, তা সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই।

নিশ্চয়তা এর অর্থ হলো কোন বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া। একটি পক্ষ কোন প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরি করার পর অন্য পক্ষ যখন তার নির্ভুলতা এবং নিরপেক্ষতা যাচাই করার জন্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করে, তাকেই নিশ্চয়তা চুক্তি (assurance engagement) বলে। এই নিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করে প্রথম পক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যেমনঃ স্কুল পরিদর্শক যদি নিশ্চয়তা দেন যে, বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে পাঠদান হচ্ছে, তবে আপনি আপনার সন্তানকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি সিদ্ধান্ত নিবেন।

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক (auditor) কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা ও সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকেন। সুতরাং, নিরীক্ষা হচ্ছে এক ধরনের নিশ্চয়তা (assurance)। অর্থাৎ নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা ও সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। নিরীক্ষক যদি নিশ্চয়তা প্রদান না করেন, তাহলে



শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। অতএব, নিরীক্ষা ও নিশ্চয়তা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

## নিশ্চয়তা চুক্তির উপাদানসমূহ

### Elements of assurance agreement

নিশ্চয়তা চুক্তির সাথে পাঁচটি উপাদান জড়িত। অন্যভাবে বলা যায়, নিরীক্ষায় যে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, তা পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

- (১) **বিষয়বস্তু (subject matter):** নিরীক্ষায় নিশ্চয়তার বিষয়বস্তু বলতে নিরীক্ষক যে বিষয়বস্তুর উপর নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে বা যে বিষয়বস্তুর নিরীক্ষা করে থাকে, তাকে বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হচ্ছে নিশ্চয়তা প্রদানের অনেকগুলো বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম, যার উপর নিরীক্ষক নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- (২) **তিনটি প্রধান পক্ষ (three main parties):** নিরীক্ষার সাথে তিনটি প্রধান পক্ষ জড়িত। প্রথমতঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি বিষয়বস্তু (যেমনঃ আর্থিক বিবরণীসমূহ) তৈরি করে থাকেন। এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট, যারা কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা প্রাকটিশনার (practitioner), যিনি বিষয়বস্তুর ওপর মতামত এবং নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এই নিশ্চয়তা প্রদানকারী হচ্ছেন নিরীক্ষক (auditor)। তৃতীয়তঃ ব্যবহারকারী, যারা নিশ্চয়তা প্রতিবেদন (assurance report) ব্যবহার করে এবং প্রতিবেদনসমূহের ওপর আস্থা রাখেন। এই প্রতিবেদন ব্যবহারকারীরা হচ্ছেন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ।
- (৩) **নিশ্চয়তা প্রতিবেদন (assurance report):** নিশ্চয়তার তৃতীয় উপাদান হলো নিশ্চয়তা প্রতিবেদন, যেখানে নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা নিরীক্ষক তার মতামত প্রদান করেন এবং প্রতিবেদন ব্যবহারকারীরা (শেয়ারহোল্ডারগণ) বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিবেদন ব্যবহার করে থাকেন।
- (৪) **মানদণ্ড (standards/criteria):** নিরীক্ষক বা নিশ্চয়তা প্রদানকারী যখন নিশ্চয়তার বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তখন তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর মানদণ্ড অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। যেমনঃ আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় আর্থিক প্রতিবেদনের মানদণ্ড (financial reporting standards) অনুযায়ী। আবার একটি কোম্পানী যথাযথ আইন-কানুন অনুসরণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করছে কিনা, তা যাচাই করা হয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়ম-কানুনের বিপরীতে। মোদাকথা হচ্ছে, নিশ্চয়তার বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড, আইন-কানুন, বিধিবিধানের ভিত্তিতে।
- (৫) **যথাযথ ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ (appropriate and sufficient evidence):** নিশ্চয়তা প্রদানকারী যখন বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মতামত প্রদান করেন, তখন যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তা করে থাকেন।

## নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার মাত্রা

### Level of assurance

কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ বা প্রতিবেদনসমূহ তৈরি করেন। তাদের দাবী হচ্ছে আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক ও নিরপেক্ষ (true and fair)। এক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানকারী বা নিরীক্ষক কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের উক্ত দাবীর সত্যতা যাচাই পূর্বক নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকেন। এই নিশ্চয়তার মাত্রা (level of assurance) দুই প্রকার। যথাঃ

(ক) ইতিবাচক বা যুক্তিসঙ্গত (positive/reasonable assurance) এবং

(খ) নেতিবাচক বা সীমিত (negative/limited assurance)।

(ক) **ইতিবাচক বা যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা (positive/reasonable assurance):** নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশদ ও পুঞ্জানুপুঞ্জ যাচাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষক যে মতামত প্রদান করেন থাকে, তাকে ইতিবাচক বা যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা বলে থাকে। এখানে ইতিবাচক নিশ্চয়তা বলতে বিষয়বস্তুর (যেমনঃ আর্থিক বিবরণীসমূহ) সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক, তা বুঝানো হচ্ছে না। বরং আর্থিক বিবরণীসমূহের সকল তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল ও নিরপেক্ষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে বলে নিরীক্ষক মতামত প্রদান করতে পারেন। ইতিবাচক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশদ ও পুঞ্জানুপুঞ্জ যাচাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত প্রদান করে থাকেন:

ইতিবাচক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে থাকেন।

In our opinion, internal control is effective, in all material respects, based on XYZ criteria (ক খ গ মানদণ্ডের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমাদের মতামত হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর)।

অথবা, In our opinion, internal control is not effective, in all material respects, based on XYZ criteria (ক খ গ মানদণ্ডের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমাদের মতামত হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর নয়)।

ইতিবাচক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার বিষয়বস্তু (যেমনঃ উপরোক্ত মতামতের বিষয়বস্তু হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ) বিশদ ও পুঞ্জানুপুঞ্জ যাচাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক নিরীক্ষক উপরোক্ত যে কোনো একটি মতামত প্রদান করে থাকে।

(খ) **নেতিবাচক/সীমিত নিশ্চয়তা (negative/limited assurance):** নিরীক্ষক বিষয়বস্তু সীমিত আকারে যাচাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন এই মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই, তখন তাকে নেতিবাচক বা সীমিত নিশ্চয়তা বলে। এখানে নেতিবাচক বলতে বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও বিশ্বাস যোগ্যতা নেই, তা বুঝানো হচ্ছে না। বরং ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, তবে তা নিরীক্ষকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সীমিত নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মতামত দেন না, বরং তিনি শুধুমাত্র বিষয়বস্তুটি পর্যালোচনা পূর্বক তাতে কোন প্রকার সমস্যা আছে কিনা, তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন। নেতিবাচক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নিম্নরূপ মতামত প্রদান করে থাকেন:

Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that internal control is not effective, in all material respects, based on XYZ criteria (প্রতিবেদনে বর্ণিত আমাদের কাজের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর, এমন কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি)।

নেতিবাচক নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু নিরীক্ষক এই মর্মে মতামত প্রদান করেন না যে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই।

📁 সারসংক্ষেপ:
<p>একটি পক্ষ কোন প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরি করার পর অন্য পক্ষ যখন তার নির্ভুলতা এবং নিরপেক্ষতা যাচাই করার জন্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করে, তাকেই নিশ্চয়তা চুক্তি (assurance engagement) বলে। নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের নির্ভুলতা ও সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।</p> <p>নিশ্চয়তা চুক্তি পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। যথাঃ (১) বিষয়বস্তু; (২) তিনটি প্রধান পক্ষ; (৩) নিশ্চয়তা প্রতিবেদন; (৪) মানদণ্ড; এবং (৫) যথাযথ ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ।</p> <p>নিশ্চয়তার মাত্রা (level of assurance) দুই প্রকার। যথাঃ (ক) ইতিবাচক বা যুক্তিসংগত (positive/reasonable assurance) এবং (খ) নেতিবাচক বা সীমিত (negative/limited assurance)।</p>

## পাঠ-৪.৩

নিরীক্ষক, যোগ্যতা, গুণাবলী, অধিকার ও দায়িত্বসমূহ  
Auditor, Qualifications, Qualities, Rights and Duties

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষক কে, তা জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষকের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষকের গুণাবলীসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষকের অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



## নিরীক্ষক

## Auditor

নিরীক্ষক একজন ব্যক্তি বা একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান (audit firm) হতে পারে, যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কোম্পানীর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করে থাকে। সাধারণত শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভায় (annual general meeting-AGM) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানীতে একটি নিরীক্ষা দল (audit team) প্রেরণ করে, যার নেতৃত্বে থাকেন একজন নিরীক্ষা ব্যবস্থাপক (audit manager)। নিরীক্ষা ব্যবস্থাপক নিরীক্ষা দলের কার্যাবলী তদারকি করেন, নিরীক্ষা কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং সকল কাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

**K N Shrestha** এর মতে "An auditor is a person or a firm appointed by a company to execute an audit" (নিরীক্ষক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বা একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান যে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করার জন্য কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন)।

**P H Colin** এর মতে "Auditor is an independent person who audits the company's accounts" (নিরীক্ষক হলো একজন নিরপেক্ষ বা স্বাধীন ব্যক্তি যে কোম্পানীর হিসাবসমূহ নিরীক্ষা করে থাকেন)।

একটি নিরীক্ষা দলে পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (qualified chartered accountant) থাকেন, আবার নিরীক্ষা শাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করে এমন শিক্ষানবিস ছাত্রও থাকতে পারেন। তবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) তৈরী ও কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান এবং প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করে থাকেন একজন পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষক।

## নিরীক্ষকের যোগ্যতা

## Qualifications of auditor

বহিঃস্থ নিরীক্ষক হতে হলে কতিপয় বিশেষ যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ যে কোন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি বহিঃস্থ নিরীক্ষক হতে পারবেন না। যেমনঃ একজন ব্যক্তি হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি এইচ ডি (Ph.D) ডিগ্রী অর্জন করা সত্ত্বেও তিনি বহিঃস্থ নিরীক্ষক হতে পারবেন না। একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে বহিঃস্থ নিরীক্ষক হতে পারবেন এবং তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের বহিঃস্থ/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

(১) একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষকের উপর পেশাদার ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। যেমনঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাকে Chartered Accountants (CA), যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Chartered Public

- Accountants (CPA), আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। তেমনিভাবে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও হিসাবরক্ষণের উপর স্বীকৃত পেশাদার ডিগ্রীর অধিকারী হতে হবে।
- (২) তাকে পেশাদারী ডিগ্রীর পাশাপাশি স্বীকৃত পেশাদার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হবে। যেমনঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB), যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে American Institute of Certified Public Accountants এর সনদ প্রাপ্ত সদস্য হতে হবে।
- (৩) যিনি কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাবেন, তিনি অবশ্যই উক্ত কোম্পানী বা তার সহযোগী কোম্পানী (subsidiary company)-এর কোন প্রকার সদস্য (যেমনঃ ডাইরেক্টর, কমকর্তা) হতে পারবেন না।
- (৪) যিনি কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাবেন, তিনি অবশ্যই উক্ত কোম্পানীর ডাইরেক্টর, কমকর্তার খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন হতে পারবেন না।
- (৫) নিরীক্ষককে অবশ্যই সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ-কর্ম হতে মুক্ত থাকতে হবে। এমন কি তাকে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা তার পেশাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমনঃ একজন নিরীক্ষক অবশ্যই জনসম্মুখে বা উন্মুক্ত স্থানে (public place) মদ্যপান করতে পারবেন না, এমন কি ইউরোপের কোন দেশেও নয়। কারণ, প্রকাশ্য মদ্যপান তার পেশাকে অসম্মানিত করে। যার ফলে, তার নিরীক্ষা সনদ (audit certificate) বাতিলও হতে পারে।

### নিরীক্ষকের গুণাবলীসমূহ

#### Qualities of an auditor

একজন নিরীক্ষককে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। কারণ, নিরীক্ষার গুণগত মান এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর সঠিক মতামত প্রদান করা নির্ভর করে উপযুক্ত ও দক্ষ নিরীক্ষকের উপর। সুতরাং, একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যিক। সাধারণত নিম্নোক্ত গুণাবলীসমূহ একজন নিরীক্ষকের থাকা অত্যাাবশ্যিক।

- ১) **স্বাধীনচেতা মনোভাব (independent attitude):** নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই নিরীক্ষার মানদণ্ড অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি কোন পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। তিনি নিজেকে ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হবেন, নিরপেক্ষতার সাথে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর স্বাধীন মতামত প্রদান করবেন।
- ২) **সৎ (honest):** একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে সৎ হতে হবে। এ সততা তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং নিরীক্ষা পেশার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- ৩) **যোগাযোগের দক্ষতা (communication skills):** একজন নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করেন, তাকে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, ইউনিট, ব্যক্তিবর্গ এবং তৃতীয় কোন পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে যথাযথভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার বা রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায়, অপরিপক্ক যোগাযোগের কারণে অথবা যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতার কারণে তিনি নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট হতে সহযোগিতা নাও পেতে পারেন।
- ৪) **গোপনীয়তা রক্ষা (maintain confidentiality):** একজন নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ যাচাই করেন, তখন তিনি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন মূল্যবান বিষয় জানতে পারেন। তাকে প্রতিষ্ঠানের উক্ত মূল্যবান বিষয়সমূহ গোপন রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। তবে নিম্নোক্ত দুই ক্ষেত্রে তিনি নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারবেনঃ
- (ক) যদি আদালত কর্তৃক তথ্য প্রকাশ করতে নির্দেশনা অথবা অনুমতি দেয়া হয়।
- (খ) পেশাগত কারণে যদি তিনি তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন।
- ৫) **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী (expertise):** একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে নিরীক্ষাধীন কোম্পানি সম্পর্কে যথাযথ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যেমনঃ নিরীক্ষাধীন কোম্পানির

ব্যবসায়ের ধরন, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল প্রকার আইন-কানুন, যথাঃ কর আইন, কোম্পানি আইন, অংশীদারি কারবারের আইন, মুদা পাচার রোধ আইন, ইত্যাদি সম্পর্কে তাকে যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও, তাকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, নিরীক্ষাধীন কোম্পানিটি যে শিল্পের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সে শিল্প সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। বিশেষকরে তাকে অবশ্যই হিসাব বিজ্ঞান ও নিরীক্ষা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

- ৬) **যত্নশীল আচরণের অধিকারী (careful behaviour):** একজন নিরীক্ষককে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। যেমনঃ তাকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের ম্যানেজার এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অন্যান্য পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। তাছাড়া, তার অধীনস্থদের সাথেও যোগাযোগ করতে হয়। যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং আচরণে যত্নশীল হবেন।
- ৭) **বিশ্লেষণ ক্ষমতা (ability to analyse):** একজন নিরীক্ষককে হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। নিরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় যে কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হলে তা বিশ্লেষণ পূর্বক সমাধান করার ক্ষমতা থাকা অত্যাাবশ্যিক। অন্যথায়, তার পক্ষে নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান করা সম্ভব হবে না এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর ভুল মতামত প্রদান করার সম্ভাবনা থাকে।
- ৮) **পেশাদারি আচরণের অধিকারী (professional behaviour):** একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই পেশাদারি আচরণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। কেননা, নিরীক্ষা একটি মহৎ পেশা। এক্ষেত্রে একজন নিরীক্ষক অবশ্যই এমন কোন কাজ বা আচরণ করবেন না, যা নিরীক্ষা পেশার মান ক্ষুণ্ণ করে বা সামাজিকভাবে নিরীক্ষা পেশাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।
- ৯) **পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা (professional skills and experience):** একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী হওয়া আবশ্যিক। তাকে নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন এবং হিসাববিজ্ঞানের চলতি বিষয়ে তার যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।
- ১০) **বোধশক্তি সম্পন্ন (intelligent):** একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই উচ্চমানের বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। কেননা, প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার জাল-জুয়াচুরি সংঘটিত হলে তা নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষককে উদ্ঘাটন করতে হবে। জাল-জুয়াচুরি উদ্ঘাটন একটি কঠিন ব্যাপার। এছাড়া, জাল-জুয়াচুরির বিভিন্ন নির্দেশক (indicator) দেখা মাত্রই তা থেকে পরিস্থিতি অনুমান করার মত যথেষ্ট পরিমাণ বোধশক্তি কিংবা ধারণা শক্তি থাকা প্রয়োজন।

### নিরীক্ষকের অধিকারসমূহ

#### Auditor's rights

নিরীক্ষক তার নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ (auditing standards) দ্বারা স্বীকৃত কতিপয় অধিকার ভোগ করেন। নিরীক্ষকের কতিপয় স্বীকৃত অধিকার নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- (১) একজন নিরীক্ষক নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার হিসাবের বই দেখার ও বুঝার অধিকার রাখেন।
- (২) যে কোন ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা, বুঝা এবং দেখার অধিকার রাখেন। এই তথ্য-উপাত্ত শুধুমাত্র হিসাব সংশ্লিষ্ট নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়কে প্রভাবিত করে, এমন যে কোন ধরনের তথ্য-উপাত্ত দেখা এবং বুঝার অধিকার রাখে। যেমনঃ কোম্পানীর বিক্রয় কৌশল (sales strategy) কী, তা জানা এবং বুঝায় অধিকার রাখেন। কেননা, বিক্রয় কৌশল বিক্রয়ের পরিমাণকে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীতে ইহা কোম্পানীর নগদ, প্রাপ্য বিল এবং নীট মুনাফাকেও প্রভাবিত করে।
- (৩) নিম্নোক্ত বিষয়েও নিরীক্ষক অধিকার চর্চা করতে পারেনঃ
  - (ক) প্রয়োজনে বার্ষিক সাধারণ সভা (annual general meeting) ডাকার অধিকার রাখেন,
  - (খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার অধিকার রাখেন,
  - (গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় কথা বলার অধিকার রাখেন।



- (৪) নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ না করেই তিনি পদত্যাগ করার অধিকার রাখেন। নিরীক্ষক যদি মনে করেন যে, তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছেন না, তবে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন।
- (৫) প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য-উপাত্ত তিনি শেয়ারহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোম্পানী ম্যানেজমেন্টের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

### নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

#### Duties of auditor

নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ (auditing standards) দ্বারা স্বীকৃত। নিম্নে নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

- (১) নিরীক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করাঃ
- (ক) আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও প্রকাশ করছে কিনা;
- (খ) আর্থিক বিবরণীসমূহ সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (generally accepted accounting principles) অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে কিনা;
- (গ) এছাড়াও, প্রত্যেক দেশের সরকার যদি কোন বিশেষ বিষয়ে নিরীক্ষকের মতামত চায়, তবে উক্ত বিষয়ে মতামত প্রদান করা তার দায়িত্ব। যেমনঃ কোন দেশের সরকার নির্দেশ প্রদান করলে যে, একজন নিরীক্ষক কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতার উপর মতামত প্রদানের পাশাপাশি উক্ত কোম্পানী অর্থ পাচার (money laundering)-এর সাথে জড়িত কিনা, সে বিষয়েও মতামত প্রদান করবেন।
- (২) নিরীক্ষক যদি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন না করে পদত্যাগ করেন, তবে কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তার যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক একটি প্রতিবেদন (report) ইস্যু করা তার দায়িত্ব। এই প্রতিবেদনকে statement of circumstances বলে।
- (৩) নিরীক্ষক যদি পদত্যাগ করেন কিংবা তার নিয়োগ যদি পরবর্তী আর্থিক বৎসরে বর্ধিত করা না হয়, তবে পরবর্তীতে যিনি নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাবেন, তাকে প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করা তার দায়িত্ব।

### জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

#### Auditor's duties in fraud detection and prevention

হিসাবের জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের দায়িত্ব কী, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেননা জালিয়াতি একটি অর্থনৈতিক অপরাধ (financial crime), যার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হিসাবের জালিয়াতি সাধারণত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমনঃ আর্থিক বৎসর যদি ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হয়, হিসাবের জুয়াচুরি বা জালিয়াতি সে সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) তৈরী করার পর নিরীক্ষক তার নিরীক্ষা কার্য শুরু করেন। অর্থাৎ আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পরে নিরীক্ষা কার্য শুরু হয়। সুতরাং, আর্থিক বৎসরের মধ্যে যদি কোন প্রকার জুয়াচুরি ঘটে থাকে, তা উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধের দায়িত্ব কোনভাবেই নিরীক্ষকের নয়; বরং হিসাবের জুয়াচুরি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধের একক দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট এবং যারা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের। যেমনঃ কোন কোম্পানিতে যদি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা (internal audit system) চালু থাকে, সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকের প্রধানতম দায়িত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে জুয়াচুরি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধ করা।



প্রশ্ন হচ্ছে এক্ষেত্রে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের দায়িত্ব কী? বহিঃস্থ নিরীক্ষকের প্রধানতম কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে তৈরী করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে মতামত প্রদান করা। এই সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক এমন ভাবে কাজ করবেন, যাতে করে বড় ধরনের ভুল-ত্রুটি এবং জুয়াচুরিসমূহ (material errors and frauds) উদ্ঘাটিত হয়। অর্থাৎ ভুল-ত্রুটি এবং জুয়াচুরি উদ্ঘাটনের জন্য নিরীক্ষা নয় বরং হিসাবের সঠিকতা এবং নিরপেক্ষতা যাচাইয়ে লক্ষ্যে নিরীক্ষা করা হয়। সে জন্যই বলা হয় "An auditor is a watchdog not a blood hound"। অর্থাৎ একজন নিরীক্ষক প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে, কিন্তু তিনি গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন না।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, নিরীক্ষক গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য নয় এবং সর্বদা সন্দেহপ্রবণ মন নিয়ে তাঁর নিরীক্ষা কাজ করা উচিত নয়। অর্থাৎ নিরীক্ষকের এটা মনে করা উচিত নয় যে, তিনি কতিপয় অসাধু এবং প্রতারকের সাথে কাজ করছেন। যদি তিনি মনে করেন যে, লেনদেনে জাল-জুয়াচুরি সংঘটিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে।



### সারসংক্ষেপ:

নিরীক্ষক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বা একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান যে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করার জন্য কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

নিরীক্ষক হতে হলে কতিপয় বিশেষ যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমনঃ নিরীক্ষককে অবশ্যই সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষণের উপর পেশাদার ডিগ্রী অর্জন করতে হবে; স্বীকৃত পেশাদার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হবে; নিরীক্ষাধীন কোম্পানী বা তার সহযোগী কোম্পানীর কোন প্রকার সদস্য হতে পারবেন না; নিরীক্ষাধীন কোম্পানীর ডাইরেক্টর, কমকর্তার খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন হতে পারবেন না; নিরীক্ষককে অবশ্যই সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ-কর্ম হতে মুক্ত থাকতে হবে।

একজন নিরীক্ষককে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। যেমনঃ স্বাধীনচেতা মনোভাব; সৎ; যোগাযোগের দক্ষতা; গোপনীয়তা রক্ষার সামর্থ্য; বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী; বিশ্লেষণ ক্ষমতা; পেশাদারি আচরণের অধিকারী; পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা; বোধশক্তি সম্পন্ন, ইত্যাদি।

নিরীক্ষক তার নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ (auditing standards) দ্বারা স্বীকৃত কতিপয় অধিকার ভোগ করেন।

আর্থিক বৎসরের মধ্যে যদি কোন প্রকার জুয়াচুরি ঘটে থাকে, তা উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধের দায়িত্ব নিরীক্ষকের নয়; বরং হিসাবের জুয়াচুরি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধের একক দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট এবং যারা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের।

## পাঠ-৪.৪

নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ এবং নিরীক্ষকের নীতিমালা  
Auditing Standards and Principles of Auditors

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নিরীক্ষক কর্তৃক অনুসরণীয় মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন



## সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ

## Generally Accepted Auditing Standards

যে কোন পেশাদার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হয়। যেমনঃ আইন পেশার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের কিছু নির্দেশনাবলী মেনে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়। আবার হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষক দেশীয়ভাবে সর্বজন স্বীকৃত/গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (generally accepted accounting principles) মেনে চলতে হয়। তেমনিভাবে নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করেন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করেন, তখন তাকে কতিপয় নির্দেশনাবলী বা মানদণ্ড মেনে চলতে হয়; সে সমস্ত নির্দেশনাবলী বা মানদণ্ডসমূহকে সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ড (generally accepted auditing standards) বলে।

অর্থাৎ নিরীক্ষক যে সমস্ত নিয়মাবলী বা মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করে, তাকেই সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ড বলে। এই মানদণ্ডসমূহ নিরীক্ষকের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন-এর সঠিকতা, সামঞ্জস্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করে।

সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত।

- (১) সাধারণ মানদণ্ডসমূহ (general standards)
- (২) কার্যক্ষেত্রের মানদণ্ডসমূহ (standards of field work)
- (৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহ (standards of reporting)

(১) সাধারণ মানদণ্ডসমূহ (general standards): নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় সাধারণ মানদণ্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

- (ক) নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিরীক্ষকের অবশ্যই প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা থাকতে হবে।
- (খ) নিরীক্ষককে সর্বদা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।
- (গ) নিরীক্ষককে অবশ্যই যথাযথ পেশাদারীত্বমূলক স্বাধীনতা বজায় রেখে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

(২) কার্যক্ষেত্রের মানদণ্ডসমূহ (standards of field work): প্রতিষ্ঠানের যে বিষয়ের উপর নিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন, সে বিষয়কে নিরীক্ষকের কার্যক্ষেত্র বলে। কার্যক্ষেত্রে নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করতে হয়।

- (ক) নিরীক্ষককে অবশ্যই নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং অধীস্থনদেরকে যথাযথভাবে তাদারকি করতে হবে।
- (খ) যে প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করবেন, সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধারণা লাভ করতে হবে। যেমনঃ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আর্থিক

বিবরণীসমূহে বড় ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি আছে কিনা এবং নিরীক্ষার ধরন, সময় এবং নিরীক্ষার গভীরতা বা পরিধি কতটুকু হবে, এ বিষয়ে নিরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যাাবশ্যক।

(গ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে নিরীক্ষককে পর্যাপ্ত পরিমাণ যথাযথ প্রমাণাদি (sufficient appropriate evidences) সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহ (standards of reporting): নিরীক্ষক যখন নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করবেন, তখন তাঁকে নিম্নোক্ত মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করতে হয়ঃ

(ক) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) সর্বজনীন হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালাসমূহ (GAAP) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠান যদি আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীর ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা নীতি (consistency principle) অনুসরণ না করে থাকে, তা নিরীক্ষককে অবশ্যই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

(গ) আর্থিক বিবরণীসমূহে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যের প্রকাশ বা তথ্যবহুল সংযুক্তি এবং প্রকাশনা (notes and disclosures) না থাকে, তা নিরীক্ষককে অবশ্যই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) নিরীক্ষক যখন আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর মতামত প্রদান করবেন, তখন তাকে প্রতিষ্ঠানের সমগ্র আর্থিক বিবরণীর উপর মতামত প্রদান করতে হবে, অথবা যদি সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীর উপর মতামত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তবে তিনি “মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়” বলে উল্লেখ করবেন। এ ক্ষেত্রে কেন মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়, তা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। যে ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীসমূহের সাথে নিরীক্ষকের নাম যুক্ত থাকে, সে ক্ষেত্রে নিরীক্ষার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল এবং নিরীক্ষক কী পরিমাণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছেন, তা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।

## নিরীক্ষকের মৌলিক নীতিমালা

### Fundamental Principles of Auditors

একজন নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত পাঁচটি মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় বা একজন নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত পাঁচটি পেশাগত নৈতিকতার অধিকারী হতে হয়।

(১) সততা (integrity): একজন নিরীক্ষককে সর্বদা সৎ ও নির্ভিক হতে হবে।

(২) বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity): একজন নিরীক্ষক অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হবেন। অর্থাৎ তিনি কর্মক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, নিজস্বার্থ এবং অবৈধ প্রভাব হতে নিজেকে দূরে রাখবেন।

(৩) পেশাগত যোগ্যতা এবং যথাযথ সতর্কতা/যত্নশীল (professional competence and due care): একজন নিরীক্ষক সর্বদা নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার আইন, নিয়ম-নীতি এবং হিসাববিজ্ঞানের সর্বশেষ মানদণ্ডসমূহ (latest accounting standards)-এর উপর পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ধারণা রাখবেন। তিনি তার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন এবং কার্য সম্পাদন কালে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করবেন বা কাজের প্রতি যথাযথ যত্নশীল হবেন।

৪) গোপনীয়তা (confidentiality): একজন নিরীক্ষক অবশ্যই মক্কেল কোম্পানী (client company)-এর (অর্থাৎ যে কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করা হচ্ছে) সকল তথ্য-উপাত্ত গোপন রাখবেন। তবে নিম্নোক্ত দুই ক্ষেত্রে তিনি মক্কেল কোম্পানীর তথ্য প্রকাশ করতে পারবেনঃ

(ক) যদি আদালত কর্তৃক তথ্য প্রকাশ করতে নির্দেশনা অথবা অনুমতি দেয়া হয়।

(খ) পেশাগত কারণে যদি তিনি তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন।

(৫) পেশাগত আচরণ (professional behavior): কর্মক্ষেত্রে একজন নিরীক্ষককে অবশ্যই পেশাগত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে এবং তাকে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা তার পেশার সুনাম নষ্ট করে।



### সারসংক্ষেপ:

নিরীক্ষক যে সমস্ত নিয়মাবলী বা মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করেন, তাকেই সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ড বলে। এই মানদণ্ডসমূহ নিরীক্ষকের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন-এর সঠিকতা, সামঞ্জস্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করে।

সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) সাধারণ মানদণ্ডসমূহ (general standards); (২) কার্যক্ষেত্রের মানদণ্ডসমূহ (standards of field work); (৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহ (standards of reporting)।

একজন নিরীক্ষককে পাঁচটি মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। যথাঃ (১) তাকে সর্বদা সৎ ও নির্ভিক হতে হবে; (২) তাকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হতে হবে; (৩) তাকে অবশ্যই নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার আইন, নিয়ম-নীতি এবং হিসাববিজ্ঞানের সর্বশেষ মানদণ্ডসমূহের উপর পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ধারণা রাখতে হবে; (৪) তাকে অবশ্যই মক্কেল কোম্পানীর সকল তথ্য-উপাত্ত গোপন রাখতে হবে; এবং (৫) তাকে অবশ্যই পোশাগত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

## পাঠ-৪.৫

## হিসাববিজ্ঞান, নিরীক্ষা এবং অনুসন্ধান

## Accounting, Auditing and Investigation



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষণের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



## হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষণের পার্থক্যসমূহ

## Differences between accounting and auditing

হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষণ দুটি ভিন্ন বিষয়। এ দুয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষণের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করা হলো।

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	হিসাববিজ্ঞান	নিরীক্ষণ
১) সংজ্ঞা	অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে।	কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, উক্ত বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা এবং ভুল হতে মুক্ত কিনা, এ বিষয়ে একজন স্বাধীন নিরীক্ষকের নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত প্রদান করাকেই নিরীক্ষা বলে।
২) উদ্দেশ্য	হিসাববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লেনদেনসমূহ চিহ্নিত করা, লিপিবদ্ধ করা এবং লেনদেনসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে অবহিত করা।	নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা এবং নিরপেক্ষতা যাচাই করা এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিরীক্ষক কর্তৃক মতামত প্রদান করা।
৩) সময়কাল	লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম শুরু হয়। সারা বছরব্যাপি হিসাববিজ্ঞানের কাজ চলমান থাকে।	নিরীক্ষার কাজ শুরু হয় হিসাববিজ্ঞানের কাজ শেষ হওয়ার পরে। আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর বছরে একবার নিরীক্ষা হয়ে থাকে।
৪) আওতা	হিসাববিজ্ঞান চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করে থাকে।	নিরীক্ষা বিগত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করে থাকে।
৫) মানদণ্ড	হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম পরিচালিত হয় সর্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুসারে।	নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ড অনুসারে।
৬) নিয়োগ ও প্রতিবেদন প্রদান	কোম্পানি ব্যবস্থাপনা হিসাবরক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং হিসাবরক্ষক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ (financial reports/statements) কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের	নিরীক্ষক শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন, এবং তিনি তাদের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন।

	নিকট হস্তান্তর করেন।	
৭) যোগ্যতা	হিসাববিজ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবরক্ষণ কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। তাঁকে পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (qualified chartered accountant) হওয়া প্রয়োজন নেই।	পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (qualified chartered accountant) ব্যতিত অন্য কেউ নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করতে পারেন না।

### নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধানের পার্থক্যসমূহ

#### Differences between auditing and investigation

নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান একই মনে হতে পারে। কারণ, দুটি বিষয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান উভয়ই একটি প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করে। তাছাড়া, একই বিষয়বস্তুর উপর নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান হতে পারে। তবে, দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	নিরীক্ষণ	অনুসন্ধান
১) সংজ্ঞা	কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, উক্ত বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা এবং ভুল হতে মুক্ত কিনা, এ বিষয়ে একজন স্বাধীন নিরীক্ষকের নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত প্রদান করাকেই নিরীক্ষা বলে।	নির্দিষ্ট কোন হিসাবের সত্যতা (যেমনঃ হিসাবের জুয়াচুরি কিংবা সম্পদ আত্মসাৎ) উদ্ঘাটনের জন্য পরিচালিত তদন্তকে হিসাবের অনুসন্ধান বলে।
২) উদ্দেশ্য	নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা এবং নিরপেক্ষতা যাচাই করা এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ যথাযথ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিরীক্ষক কর্তৃক মতামত প্রদান করা।	কোম্পানীর সকল আর্থিক বিবরণীর উপর অনুসন্ধান না হয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়ের উপর অনুসন্ধান হয়ে থাকে। উক্ত নির্দিষ্ট ঘটনাটি কেন, কিভাবে, কার সাহায্যে ঘটল এবং কারা জড়িত তার বিশদ উল্লেখ থাকে অনুসন্ধান প্রতিবেদনে।
৩) বাধ্যবাধকতা	যৌথ মূলধনী কোম্পানীর জন্য নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক।	বিশেষ প্রয়োজনে অনুসন্ধান হতে পারে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।
৪) সময়কাল	আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর বছরে একবার নিরীক্ষণ হয়ে থাকে।	যে কোন প্রয়োজনে সারা বছর ব্যাপি একাধিক বার অনুসন্ধান হতে পারে।
৫) যোগ্যতা	পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (qualified chartered accountant) ব্যতিত অন্য কেউ নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করতে পারে না।	যে কোন যোগ্য লোকই অনুসন্ধান করতে পারেন, এমনকি পেশাদার সনদ প্রাপ্ত হিসাবরক্ষকও।
৬) আওতা/ গভীরতা	কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর নিরীক্ষক সামগ্রিক মতামত প্রদান করেন বিধায় এর আওতা বা গভীরতা তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ।	অনুসন্ধান যেহেতু সামগ্রিক বিষয়ের উপর না হয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হয়ে থাকে, সেহেতু তা উক্ত বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান পূর্বক মতামত প্রদান করে।



৭) নিয়োগ ও প্রতিবেদন প্রদান	নিরীক্ষক শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন, এবং তিনি তাদের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন।	অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি তাদের নিকট অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন।
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### সারসংক্ষেপ:

অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে। পক্ষান্তরে, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ (financial statements) হিসাববিজ্ঞানের মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কিনা, উক্ত বিবরণীসমূহে প্রকাশিত সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিক কিনা এবং ভুল হতে মুক্ত কিনা, এ বিষয়ে একজন স্বাধীন নিরীক্ষকের নিরপেক্ষ বা স্বাধীন মতামত প্রদান করাকেই নিরীক্ষা বলে। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট কোন হিসাবের সত্যতা (যেমনঃ হিসাবের জুয়াচুরি কিংবা সম্পদ আত্মসাৎ) উদ্ঘাটনের জন্য পরিচালিত তদন্তকে হিসাবের অনুসন্ধান বলে।

## পাঠ-৪.৬

নিরীক্ষার প্রকারভেদ  
Types of Audit

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরীক্ষার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বহিঃস্থ নিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



## কার্যকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষার প্রকারভেদ

## Types of audit based on functions

কার্যকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে (based on functions) নিরীক্ষা দুই ধরনের। যথাঃ

- (১) বহিঃস্থ বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (external/statutory audit) এবং
- (২) অভ্যন্তরীণ বা অবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (internal/non-statutory audit)।

(১) **বহিঃস্থ বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (external/statutory audit):** কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব হলো কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা। আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় (annual general meeting) একটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (audit firm) কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ দেন। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষকগণ হচ্ছেন পেশাদার হিসাবরক্ষক (qualified accountants)। তাঁরা একটি কোম্পানির নিরীক্ষা কর্ম পরিচালনার জন্য নিয়োগ পেয়ে থাকেন; তবে তাঁরা সে কোম্পানির কোন কর্মকর্তা নন। অর্থাৎ পেশাদার হিসাবরক্ষকগণ হচ্ছেন বহিঃস্থ পেশাদার নিরীক্ষক। যখন বহিঃস্থ পেশাদার নিরীক্ষকগণ কর্তৃক কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা (true and fair) যাচাই করা হয়, তাকেই বহিঃস্থ নিরীক্ষা বলে। এই নিরীক্ষা প্রত্যেক কোম্পানির জন্য আইনের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক, তাই তাকে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষাও (statutory audit) বলে।

(২) **অভ্যন্তরীণ বা অবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (internal/non-statutory audit):** কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করেছে কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যখন কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট (শেয়ারহোল্ডারগণ নয়) একদল নিরীক্ষককে নিয়োগ দেন, তাদেরকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক বলে। অর্থাৎ যখন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (internal auditor) কর্তৃক কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করেছে কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তারা কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের নিকট তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। এই ধরনের নিরীক্ষা কোম্পানীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় বিধায় তাকে অবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা বলে।

## বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যসমূহ

## Differences between external audit and internal audit

বহিঃস্থ নিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পার্থক্যের বিষয়সমূহ	বহিঃস্থ নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
১) সংজ্ঞা	যখন বহিঃস্থ পেশাদার নিরীক্ষকগণ কর্তৃক কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা (true and fair) যাচাই করা হয়, তাকেই বহিঃস্থ নিরীক্ষা বলে।	যখন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (internal auditor) কর্তৃক কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করেছে কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলে।

		বলে।
২) নিয়োগ	শেয়ারহোল্ডারগণ বহিঃস্থ নিরীক্ষককে নিয়োগ দেন।	কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে নিয়োগ দেন।
৩) জবাবদিহিতা ও প্রতিবেদন দাখিল	বহিঃস্থ নিরীক্ষক শেয়ারহোল্ডারদের নিকট জবাবদিহি করেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট-এর নিকট জবাবদিহি করেন এবং তাদের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন।
৪) নিরীক্ষার বিষয়বস্তু	বহিঃস্থ নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, যা তারা (risk management systems) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। এছাড়া, ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অন্য যে কোনো বিষয় তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন।
৫) আইনগত বাধ্যবাধকতা	প্রত্যেক কোম্পানির জন্য বহিঃস্থ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক।	প্রত্যেক কোম্পানির জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয়।
৬) নিরপেক্ষতা	বহিঃস্থ নিরীক্ষকগণ অবশ্যই নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কর্ম পরিচালনা করে থাকেন। কারণ, তারা কোম্পানির অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা নন।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণের পক্ষে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, তারা কোম্পানির অধীনস্থ কর্মকর্তা।

### অন্যান্য ধরনের নিরীক্ষা

#### Other types of audit

বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের নিরীক্ষা আছে, যা বিশেষ ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(১) আদালতঘটিত নিরীক্ষা (forensic audit): কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির আর্থিক লেনদেনসমূহের ব্যাপারে আদালত কর্তৃক আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে যখন উক্ত লেনদেনসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাকে আদালতঘটিত নিরীক্ষা বলে। এটি একটি বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা, যা বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যেমনঃ আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এই ধরনের নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক নির্দিষ্ট আর্থিক বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, যার সাহায্যে আদালত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চলমান মতবিরোধ মীমাংসা করেন। এ ধরনের নিরীক্ষা যিনি পরিচালনা করেন তাকে forensic accountant বলে। একজন forensic accountant কে হিসাববিজ্ঞান এবং অনুসন্ধান (investigation) উভয় কাজেই পারদর্শী হতে হয়।

সাধারণত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এ ধরনের নিরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিতে পারেঃ

- ক) অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার, কর ফাঁকি এবং কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন (insider trading) সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসার লক্ষ্যে আদালত যদি আদেশ প্রদান করে থাকে।
- খ) বীমার দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে আদালতের নির্দেশে এ ধরনের নিরীক্ষা হয়ে থাকে।
- গ) ব্যবসায়ের অংশীদারদের মাঝে মুনাফা বন্টন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আদালতের নির্দেশে এই ধরনের নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

ঘ) পেশাদার হিসাবরক্ষক (যথাঃ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অথবা বহিঃস্থ নিরীক্ষক) কর্তৃক তাদের পেশায় কোন প্রকার অবহেলার কারণে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে এ ধরনের নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

আদালত এ ধরনের নিরীক্ষা প্রতিবেদনকে (audit report) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মতামত (expert opinion) হিসেবে গণ্য করে।

(২) **সরকারী নিরীক্ষা (government/public sector audit):** সরকারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে (যেমনঃ সরকারী হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, দপ্তরসমূহ) যেখানে প্রচুর পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই সে সকল প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেনের উপর পরিচালিত নিরীক্ষাকে সরকারী নিরীক্ষা বলে। এই ধরনের নিরীক্ষা সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের অডিটর জেনারেল (Auditor General)-এর অধীনে হয়ে থাকে। বাংলাদেশে Comptroller and Auditor General of Bangladesh -এর অধীনে এ জাতীয় নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

সরকারী নিরীক্ষার উদ্দেশ্য বেসরকারি কোম্পানিতে পরিচালিত বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (statutory audit) থেকে কিছুটা ভিন্ন। সাধারণত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সরকারী নিরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে।

- ক) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।
- খ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সকল খরচ জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা।
- গ) সকল খরচ যথাযথ বিধি মোতাবেক হয়েছে কিনা তা, নিশ্চিত হওয়া।
- ঘ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের সর্বোচ্চ সুফল (value for money) নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে খরচের দক্ষতা (efficiency), কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূতা (effectiveness) এবং মিতব্যয়িতা (economy) যাচাই করা হয়। এই জন্য সরকারী নিরীক্ষাকে অনেক সময় value for money audit বলা হয়।

(৩) **কর নিরীক্ষা (tax audit):** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর রিটার্ন (tax return) দাখিল করে। কর কর্তৃপক্ষ (tax authority) যদি মনে করে যে, উক্ত দাখিলকৃত রিটার্ন সঠিক নয়, সে ক্ষেত্রে সঠিক কর নির্ধারণের লক্ষ্যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় যাচাই পূর্বক সঠিক করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ করদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত কর রিটার্নের ব্যাপারে কর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হলে নিরীক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সঠিক করের পরিমাণ নির্ধারণ করাকে কর নিরীক্ষা বলে।

(৪) **উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা (cost audit):** উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা শুধুমাত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত বিভিন্ন হিসাব, হিসাবের প্রতিবেদন এবং পণ্য বা সেবার একক ব্যয় (unit cost) নির্ধারণের জন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে কিনা, তা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করার জন্য যে নিরীক্ষা করা হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা বলে। উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- ক) উৎপাদন সংক্রান্ত সকল ব্যয় সঠিক ভাবে সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা।
- খ) পণ্য বা সেবার একক প্রতি ব্যয় (unit cost) নির্ধারণে যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করা।
- গ) উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত যে কোন ধরনের জালিয়াতি ও ভুল উদ্ঘাটন এবং প্রতিরোধ করা।

(৫) **ধারাবাহিক নিরীক্ষা (continuous audit):** সারা বছর ব্যাপী যখন একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর (যেমনঃ সপ্তাহ, মাস, কিংবা তিন মাস) নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়, তাকে ধারাবাহিক নিরীক্ষা বলে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় নিরীক্ষক সারা বছর ব্যাপী নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লেনদেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে থাকে। হিসাব বৎসর শেষে নিরীক্ষক শুধু মাত্র আয়-ব্যয় হিসাব এবং উদ্বর্তপত্র নিরীক্ষা করে থাকে। ছোট

আকারের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয় না। তবে, মাঝারি এবং বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নিরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকেঃ

- (ক) যে ক্ষেত্রে লেনদেনের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে থাকে।
- (খ) যে ক্ষেত্রে হিসাবের বিবরণীসমূহ প্রত্যেক মাস বা প্রতি তিন মাস অন্তর ব্যবস্থাপনার নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন।
- (গ) যে ক্ষেত্রে হিসাব বৎসর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী করা এবং উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যেমনঃ ব্যাংক।
- (ঘ) যে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী ও শক্তিশালী নয়।

**(৬) অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা (interim audit):** হিসাব বৎসর শেষ হবার পূর্বে মধ্যবর্তী কোন সময়ে যখন নিরীক্ষা পরিচালিত হয়, তাকে অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা বলে। অর্থাৎ দুই বার্ষিক নিরীক্ষার মধ্যবর্তী কোন একটি সময়ে অন্তর্বর্তী কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত নিরীক্ষাকে অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা বলে। সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে অন্তর্বর্তী নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারেঃ

- ক) হিসাব বৎসরের অন্তর্বর্তী কোন সময় যখন অংশীদারি কারবারের কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটে অথবা কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করে।
- খ) যখন ব্যবসায়ের মালিকানা হস্তান্তর হয় বা একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করে।
- গ) যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- ঘ) বিশেষ কোনো বিষয়ের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

সারসংক্ষেপঃ
<p>যখন বহিঃস্থ পেশাদার নিরীক্ষকগণ কর্তৃক কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহের সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা (true and fair) যাচাই করা হয়, তাকেই বহিঃস্থ নিরীক্ষা বলে।</p> <p>যখন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (internal auditor) কর্তৃক কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সিস্টেম (systems) যথাযথভাবে কাজ করেছে কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলে।</p> <p>কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির আর্থিক লেনদেনসমূহের ব্যাপারে আদালত কর্তৃক আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে যখন উক্ত লেনদেনসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাকে আদালতঘটিত নিরীক্ষা বলে।</p> <p>সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমনঃ সরকারী হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তরসমূহ)-এর লেনদেনের উপর পরিচালিত নিরীক্ষাকে সরকারী নিরীক্ষা বলে।</p> <p>করদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত কর রিটার্নের ব্যাপারে কর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হলে নিরীক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সঠিক করার পরিমাণ নির্ধারণ করাকে কর নিরীক্ষা বলে।</p> <p>উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত বিভিন্ন হিসাব, হিসাবের প্রতিবেদন এবং পণ্য বা সেবার একক ব্যয় (unit cost) নির্ধারণের জন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে কিনা, তা যাচাই পূর্বক মতামত প্রদান করার জন্য যে নিরীক্ষা করা হয়, তাকে উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা বলে।</p> <p>সারা বছরব্যাপী যখন একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর (যেমনঃ সপ্তাহ, মাস, কিংবা তিন মাস) নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়, তাকে ধারাবাহিক নিরীক্ষা বলে।</p> <p>দুই বার্ষিক নিরীক্ষার মধ্যবর্তী কোন একটি সময়ে অন্তর্বর্তী কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত নিরীক্ষাকে অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা বলে।</p>



১. নিরীক্ষার সংজ্ঞা দিন। নিরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন। (Define audit. State the objectives of audit.)
২. নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি আলোচনা করুন। (Discuss the scope of audit.)
৩. নিরীক্ষক, শেয়ারহোল্ডার এবং কোম্পানি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। (Explain the relationship among auditor, shareholders and company management.)
৪. নিরীক্ষায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং গুরুত্বতা ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করুন। (Explain the concepts of true, fair and materiality in audit.)
৫. নিরীক্ষায় নিশ্চয়তা বলতে কী বোঝায়? নিশ্চয়তা চুক্তির উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন। (What is meant by assurance in audit? State the elements of assurance.)
৬. ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নিশ্চয়তা বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন। (What is meant by positive assurance and negative assurance. Explain.)
৭. নিরীক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং গুণাবলীসমূহ বর্ণনা করুন। (State the essential qualifications and qualities of an auditor.)
৮. নিরীক্ষকের অধিকার এবং দায়িত্বসমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the rights and duties of an auditor.)
৯. জালিয়াতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধে নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the responsibilities of an auditor in detection and prevention of fraud.)
১০. একজন নিরীক্ষক প্রহরীর ভূমিকা পালন করবেন, তিনি গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন না। উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (An auditor is a watchdog not a blood hound. Explain the statement.)
১১. নিরীক্ষায় ব্যবহৃত সর্বজনীনভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মানদণ্ডসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Briefly state the generally accepted auditing standards used in audit.)
১২. একজন নিরীক্ষককে পাঁচটি মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। সংক্ষেপে নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন। (An auditor is to follow five fundamental principles. Briefly state those principles.)
১৩. হিসাববিজ্ঞান এবং নিরীক্ষণ-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করুন। (State the differences between accounting and auditing.)
১৪. নিরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করুন। (State the differences between auditing and investigation.)
১৫. বহিঃস্থ নিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলতে কি বুঝায়? এই দুই প্রকার নিরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যসমূহ বর্ণনা করুন। (What is meant by external audit and internal audit. State the differences between these two types of audits.)
১৬. আদালতঘটিত নিরীক্ষা বলতে কি বুঝায়? আদালতঘটিত নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন। (What is meant by forensic audit? State the necessity of forensic audit.)
১৭. সরকারি নিরীক্ষা কি? সরকারি নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন। সরকারি নিরীক্ষাকে value for money audit বলা হয় কেন? (What is government audit? State the necessity of government audit. Why is the government audit called value for money audit?)
১৮. উৎপাদন ব্যয় নিরীক্ষা এবং কর নিরীক্ষার সংজ্ঞা দিন। (Define cost audit and tax audit.)
১৯. ধারাবাহিক নিরীক্ষা এবং অন্তর্বর্তী নিরীক্ষা বলতে কি বোঝায়? এই দুই প্রকার নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন? (What is meant by continuous audit and interim audit. State the necessity of these two types of audit?)